যায়যায়দিন

তারিখ 25 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

আবাসিক এলাকা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যাহার

সরকারের আকস্মিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ

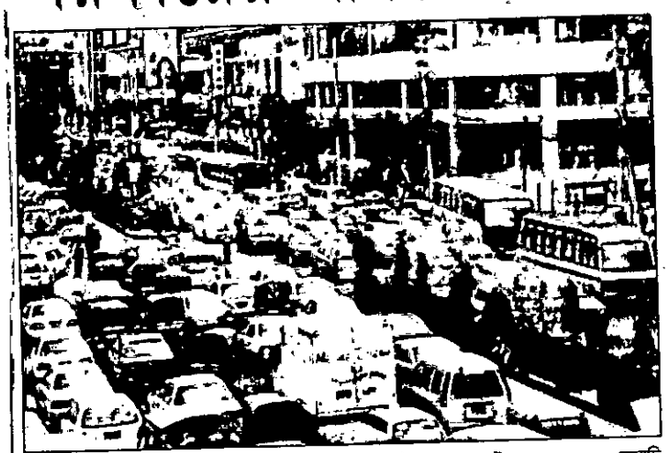

বাণিজ্যিক ভবনের কারণে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে সবসময়ই থাকে যানজট -যায়যায়দিন

অরুপ সাহা

রাজধানীর আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাড়িতে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প সময়ে সরিয়ে নেয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের সমালোচনা করেছেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজন। তীব্র যানজটের কথা বিবেচনায় এনে প্রতিষ্ঠানগুলো সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়। আর মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের সিদ্ধান্তকে পরিকল্পনাহীন ও বাস্তবতা বর্জিত বলে মন্তব্য করেছে নগর পরিকল্পনাবিদরা।

এর আগে ৫ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় নেয়া সিদ্ধান্তে জানানো হয়, রাজধানীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সকাল সাড়ে ৭টায় ক্লাস শুরু করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভিআইপি ও ভিভিআইপি এলাকাসহ আবাসিক এলাকায় ভাড়াবাড়িতে স্থাপিত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। ২১ আগস্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ আদেশ জারি করার পর এ কাজের জন্য দেড় মাসেরও কম সময় বেঁধে দেয়া হয়।

নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, সরকার চমক লাগানোর জন্য অনেক সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। যেগুলো পরে অকার্যকরই থেকে যায়। আবাসিক এলাকা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেয়াটা সেরকমই একটা উদ্যোগ। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী ইকবাল হাবিব বলেন, আবাসিক এলাকাগুলোয় অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এগুলোর সংখ্যা কমানো প্রয়োজন। কিন্তু হুট করে একটা ঘোষণা দিলেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যায় না। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তাই সরকারের

পৃ২ ›› ক৭

অনেক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত

সরকারের আকস্মিক সিদ্ধান্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নেয়া উচিত ছিল। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া সরকারের পরিকল্পনাহীনতারই প্রমাণ দেয়।

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নোটিশ দেয়ার পর তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো কোথায় স্থানান্তরিত হবে সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে নোটিশ করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে স্থানান্তর না হলে কী করা হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা রাখা প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনে রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকার নিকটবর্তী স্থানগুলোয় স্থানান্তরিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া যেতো। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহী এবং সরকারের উদ্দেশ্য সফল হতো।

আর এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশি সময় দেয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) সভাপতি আবু নাসের খান। তিনি বলেন, পরিকল্পনায় আবাসিক এলাকায় স্কুল-কলেজ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তা না হলে একজন শিক্ষার্থীকে সকালে উঠেই দূরে যেতে হবে। এতে যানজট আরো বাড়বে। তাছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান হুট করে সরিয়ে নেয়া যায় না। এর জন্য সময় প্রয়োজন। তাই সরকারের উচিত পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা। তিনি বলেন, সব পক্ষের অংশগ্রহণমূলক আলোচনার ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

এর আগে রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ আদেশ জারি করে বলে জানা যায়। আদেশে বলা হয়, সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলোর কাজ শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে। ফলে অফিসগামী লোকেরা সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে অফিসে রওনা দেন। ঠিক একই সময় স্কুল-কলেজগুলোর ক্লাস শুরু হয়। পাশাপাশি রাজধানীর আবাসিক এলাকাগুলোতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এমনকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে। প্রায় একই সময় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস শুরু হওয়ায় প্রতিদিন নগরবাসীকে তীব্র যানজট পোহাতে হচ্ছে। আদেশে আরো বলা হয়, সকালে শুধু অফিসগামী মানুষই চরম বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন, তা নয়।

একইভাবে স্কুলগামী কোমলমতি শিশুদেরও যানজটে পড়ে কষ্ট করতে হচ্ছে। এজন্য সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের সময় এগিয়ে আনার পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকার বাইরে চলে গেলে যানজট কিছুটা কমবে। একই সঙ্গে সরকারের তরফ থেকেও এসব এলাকায় নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হবে না বলেও জানানো হয়।

তবে আদেশ জারির পর এ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানরা জানান, যানজটের নিরসন চাইলেও প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেয়ার আদেশকে বাস্তবসম্মত মনে করেন না তারা। এ সময় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানরা জানান, মাত্র ৪০ দিনের নোটিশে কোনো প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নিতে বাধ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তাই হুট করে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে চাপ দেয়া হলে প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরানোর দায়িত্ব রাজউক ও ডিসিসির। এ ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশনের কোনো ভূমিকা নেই। আর ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, আবাসিক এলাকা থেকে ক্যাম্পাস সরানো উচিত। কিন্তু এক মাসের মধ্যে তা অনেকাংশেই অসম্ভব। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সময় দেয়া উচিত।

সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. বজলুল মোবিন চৌধুরী বলেন, এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সরকারের কাছে আমরা আপিল করবো। তাছাড়া ক্যাম্পাসের জন্য জায়গা না দিয়ে আবাসিক এলাকা ছাড়ার নোটিশ করার বিষয়টিকে তিনি অনৈতিক বলে মন্তব্য করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন এ আদেশ আদৌ বাস্তবায়ন সম্ভব কি না এ নিয়ে মন্ত্রণালয়েই রয়েছে দ্বিধা। জানা গেছে, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য এ নিয়ম শিথিল করার অনুরোধ করেছে। তাছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই আবাসিক এলাকায় নিজস্ব ভবন থাকায় তাদের অন্যত্র যাওয়ার কোনো প্রস্তুতি নেই।

এ ব্যাপারে ওইসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) এরই মধ্যে অবহিত করেছে। এছাড়া কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও এরই মধ্যে আবাসিক এলাকা ত্যাগের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি দাবি জানানো হয়। তারা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্যত্র ভবন খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। আর স্থান পরিবর্তন করলে তার একটি নেতিবাচক প্রভাব প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়বে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়িকভাবে চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। ফলে তারা আগামী বছর পর্যন্ত এ সময় বর্ধিত করার দাবি জানান।